দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন প্রেসিডেন্ট মোঃ আবদুল হামিদ -ইনকিলাব

রাবি'র সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট

তরুণ প্রজন্মকে তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানে গড়ে তুলতে হবে

রাবি রিপোর্টার : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, "সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানে আন্তর্জাতিকমানে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পারে। এ জন্য আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্মিলন ও সর্বাধুনিক কারিক্যুলাম সংযোজন করতে হবে। উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে যাতে কেউ প্রশ্ন তুলতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।" গতকাল রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত নবম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ। এখানে যে জ্ঞানচর্চা হয় তা প্রবাহমান। জ্ঞানের তরঙ্গস্রোতে ক্রমবিকশিত মানব জীবনের অনুসৃত ধারাই বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, সর্বপরি গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে অবদান রাখতে হয়; যাতে করে শিক্ষার্থীরা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনসহ বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

সমাবর্তনে যোগ দিতে গতকাল ঢাকা থেকে বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে অবতরণ করেন প্রেসিডেন্ট। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেই তিনি নবনির্মিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের শুভ উদ্বোধন করেন। পরে দুপুরে প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো.আবদুল হামিদের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবাস বাংলাদেশ মাঠ থেকে একটি সমাবর্তন র‍্যালি অনুষ্ঠানস্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে আসে। এসময় বাঁশির সুরের সাথে বেজে উঠে জাতীয় সঙ্গীত। জাতীয় সঙ্গীতের ধ্বনীর সাথেই দাঁড়িয়ে সম্মানপ্রদর্শন করে উপস্থিত সবাই। অতিথিদের আসন গ্রহণের পরপরেই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত করানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অধ্যাপক এস্তাজুল হকের সঞ্চালনায় সমাবর্তনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভিসি অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন। এরপর বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ পিএইচডি, এমফিল এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্তদের চ্যান্সেলরের নিকট উপস্থাপন করেন। চ্যান্সেলরের ডিগ্রি প্রদানের পর বক্তব্য দেন সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক তালাহ আহমেদ। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের উপরে। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বাংলাদেশ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এগিয়ে। নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া'র ভিসি অধ্যাপক তালাত আহমেদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মধ্যে যে সুপ্তসম্ভাবনা রয়েছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। যে পরিবেশে তোমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা পেশাগত একাগ্রতা, দক্ষতা ও ব্যক্তিগত শক্তিমত্তার মাধ্যমেই তার সীমা অতিক্রম করতে পারবে। মনে রাখবে নিজেদের, পিতা-মাতা, প্রতিষ্ঠান ও বৃহত্তর সমাজের প্রতি তোমাদের অনেক দায়বদ্ধতা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এবারের সমাবর্তনে ২০০৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি অনুষদ ও ৫টি ইনস্টিটিউট থেকে পিএইচডি, এমফিল, স্নাতকোত্তর এবং এমবিবিএস, বিডিএস ও ভিডিএম ডিগ্রি অর্জনকারী ৪ হাজার ৭৭১ জন গ্রাজুয়েটকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।